|  |
| --- |
| **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব:** নারী উন্নয়ন বিশেষত নারী শিক্ষা ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আমাদের নারীদের অবস্থান প্রশংসিত। সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার জন্য বর্তমান সরকার কাজ করছে। নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী ও শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর দারিদ্র্য বিমোচন, নারী শিক্ষা বিস্তার ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, নারী শিক্ষা বিস্তার ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বাংলাদেশ বিশ্বের বিকাশমান দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এছাড়া, নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি-কৌশল গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের গুরুত্ব বিবেচনায় World Economic Forum এর Gender Gap Index প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৬ সালে বিশ্বের ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১তম এবং ২০২১ সালে তা উন্নীত হয়ে ১৫৬টি দেশের মধ্যে ৬৫তম অবস্থানে এসেছে। এ অবস্থান সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে শীর্ষে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সারা বিশ্বের মধ্যে ৭ম উল্লেখ করা হয়েছে।

**১.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা:** সরকার নারীর সার্বিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে রাষ্ট্রের এ অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে নারীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। দেশীয় পরিমন্ডলের বাইরে সংবিধানের আলোকে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রায় প্রতিটি আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW)।

**1.3 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট:** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশু সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধানসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাসহ নারীর সার্বিক উন্নয়ন করাই এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্ট (Women in Development-WID) ও শিশু সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয় পালন করে থাকে। সার্বিকভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের কার্যক্রমসহ নারী ও শিশুদের কল্যাণ এবং নারী ও শিশুদের আইনগত এবং সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে থাকে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা:** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-৪১) নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নির্দেশক ও পদক্ষেপ বর্ণিত রয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-৪১) এ দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক এবং জনসংখ্যার বঞ্চিত অংশের জন্য পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-তে এমন একটি দেশ গঠনের কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে যেখানে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার থাকবে। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে “উন্নয়নমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে নারীর অগ্রযাত্রা নিশ্চিতকরা”। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে নিম্নরূপ ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে:

* **নারীদের মানবিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;**
* **নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুবিধা বৃদ্ধি;**
* **নারীদের কন্ঠস্বর ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি;**
* **নারী উন্নয়নের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি;**
* **মা ও শিশুর উপকারে কর্মসূচি বৃদ্ধি।**

২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীকে বদলে দেয়ার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals-SDGs) গৃহীত হয়। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জেন্ডার সমতা। এখানে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বেশ কয়েকটিতে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট টার্গেট থাকলেও লক্ষ্য-৫ এর বিপরীতে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়নে বিশেষভাবে টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে।

লক্ষ্য-৫ এর বিপরীতে উল্লেখিত টার্গেটসমূহের মধ্যে রয়েছে সকল নারী ও কন্যা শিশুর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য, সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহসহ সকল প্রকার ক্ষতিকর অভ্যাস দূর করা। এ ছাড়া নারীর অবৈতনিক গৃহকর্ম ও পরিচর্যা সংশ্লিষ্ট কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং গৃহকর্ম ও পারিবারিক দায়িত্ব ভাগ করে নেয়াকে এখানে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল ক্ষেত্রে নারীদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ, নেতৃত্বের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, নারীর সার্বজনীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকার নিশ্চিত করা। এছাড়া, অর্থনৈতিক সম্পদে সমান অধিকার, সে সাথে ভূমি ও সম্পত্তি, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী নারীর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরিশেষে সর্বস্তরে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ এবং নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়নের জন্য যথাযথ নীতি ও আইন প্রণয়নকে এখানে টার্গেট হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.০ **মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত আইন ও নীতিসমূহ**

* রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত হয়েছে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন- ২০১৭ ও বিধিমালা-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।
* জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় দেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে।
* শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা ও আইনসমূহে কন্যা শিশুর উন্নয়নের বিষয়টি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।বাল্যবিবাহ রোধ, প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ ও নিরাপত্তা প্রদান, কন্যাশিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা সংক্রান্ত সুবিধা নিশ্চিতকরণ, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌনপীড়ন, ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিসংতা দূরীকরণের বিষয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১, সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ তে কন্যা শিশুকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ আইনে কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে কাউন্সেলিং, কন্যা শিশু ও কিশোরীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে আলাদা পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা, দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যা শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের নারী উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূহ**

* মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের সমসুযোগ নিশ্চিতকরণ। মধ্যমেয়াদে এ কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে (১) মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, উৎপাদনশীল উপকরণ এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদান; (২) স্বেচ্ছাসেবী সমিতি গঠন, নিবন্ধন ও নিবন্ধিত সমিতিকে অনুদান ও ঋণ সহায়তা প্রদান; (৩) নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আবাসিক সুবিধা সৃষ্টি; (৪) আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিতে নারী ও শিশুর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
* ঝুঁকিপূর্ণ নারী ও শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম কৌশলগত উদ্দেশ্য। এ কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য (১) ভিডাব্লিউবি কার্যক্রমের আওতায় দুস্থ মহিলাদেরকে খাদ্য সহায়তা ও উৎপাদনশীল উপকরণ প্রদান; (২) অতিদরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য মা ও শিশু সহায়তার আওতায় মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান; (৩) নির্যাতিত দুস্থ নারী ও শিশুদের আর্থিক সহায়তা এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান; (৪) কর্মজীবী মহিলাদের হোস্টেল সুবিধা প্রদান ও শিশুদের দিবাযত্ন সেবা প্রদান; (৫) নির্যাতিত মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা, আইনগত সহায়তা এবং কাউন্সেলিং, নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্য সহায়তা প্রদান; এবং (৬) আদালতে বিচারকালে মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
* নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মহিলা জন প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

**5.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| **অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ**  | **নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ প্রভাব**  |
| --- | --- |
| 1. দুস্থ মাতাদের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি (ভিজিডি)
 | ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য পীড়িত এবং দুস্থ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। ফলে, তাদের বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, পুষ্টিহীনতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং সামাজিক মর্যাদার অবস্থান উন্নীত হচ্ছে। এ কর্মসূচি মহিলাদের উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব রাখছে।  |
| 1. মা ও শিশু সয়ায়তা কর্মসূচি (পুর্বের কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল ও দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা)
 | শহর অঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মা’দের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাতক শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন এবং পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র গর্ভবতী মা’দের গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করছে বিধায় এ কার্যক্রম নারী ও শিশু উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।  |
| 1. শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচি
 | এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সার্বক্ষনিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক সম্পৃক্ততা, সার্বিক বিকাশ সাধন ও শিশু অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া, কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।  |
| 1. মহিলাদের জন্য কারিগরি, বৃত্তিমূলক, আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদান
 | মহিলাদেরকে কারিগরি, বৃত্তিমূলক, আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয় যা নারী উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব রাখছে। |
| 1. মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ ও আইনগত সহায়তা প্রদান
 | নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে নির্যাতনের শিকার নারীদের অধিকতর উন্নত সেবা (যেমন: স্বাস্থ্য, আইনি সহায়তা, কাউন্সেলিং, নিরাপদ আশ্রয়, সমাজে পুনর্বাসনের আওতায় আনা) প্রদান এবং সকল ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।  |

**6.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

6.১ মন্ত্রণালয়েল আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর সংস্থায় কর্মরত পুরুষ ও মহিলার পরিসংখ্যান

|  | **কর্মকর্তা(%)** | **কর্মচারি(%)** |
| --- | --- | --- |
| **২০19-20** | **২০20-21** | **২০১9-20** | **২০20-21** |
| **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** |
| সচিবালয় | ৬০.৭১ | ৩৯.২৯ |  |  | ৩১.০০ | ১৫.০০ |  |  |
| স্বায়ত্তশাসিত ওঅন্যান্য প্রতিষ্ঠান | ১১১.৮৭ | ১৯০.৪৬ |  |  | ২১০.৩৯ | ৮৯.৬১ |  |  |
| **মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর** | ১৮.০৫ | 81.95 |  |  | ৫০.৭৬ | 49.24 |  |  |

**6.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে উপকারভোগী পুরুষ ও মহিলার পরিসংখ্যান:**

**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন** দুস্থ মাতাদের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি (ভিজিডি), মা ও শিশু সয়ায়তা কর্মসূচিসহ  **বেশির ভাগ কার্যক্রমেই শতভাগ মহিলা উপকারভোগী। এছাড়া, ক্লাবে সংগঠিত করে ইতিবাচক পরিবর্তনে কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন, সিসিমপুর, ডে-কেয়ার ইত্যাদি কার্যক্রমে পুরুষ ও মহিলা উপকারভোগী রয়েছে।**

**6.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**7.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন**

| নির্দেশক | সংশ্লিষ্টকৌশলগত উদ্দেশ্য | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃতঅর্জন | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃতঅর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ২০১9-20 | ২০20-21 | ২০21-২2 |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| 1. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীর কভারেজ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ক. ভিজিডি কভারেজের হার (৮৭,৭১,০০০ জন)  | ২ | % | ৬৭.২৬ | ৬৭.২৬ |  | ৭৮.৬৭ | ৭৮.৬৭ |  |
| খ. কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল প্রদানের কভারেজের হার (২৪,২০,০০০ জন)  | ৩১.৭৩ | ৩১.৭৩ |  | ৩৩.৫৮ | ৩৩.৫৮ |  |
| গ. দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদানের কভারেজের হার (৬০,৮০,৭৬৭ জন)  | ২৯.৯০ | ২৯.৯০ |  | ৩২.৯০ | ৩২.৯০ |  |
| 1. সিভিক সংগঠন কর্তৃক মহিলা জন প্রতিনিধি দলনেতাদের প্রশিক্ষনের কভারেজ (৩১,৮৮৬জন)
 | ৩ | % | ১৩.৪৭ | ১৩.৪৭ |  | ১৩.৪৮ | ১৩.৪৮ |  |

**8.0 বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**8.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের জন্য সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করা হল**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলী** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১. | লক্ষ্যভূক্ত দুস্থ নারীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিভূক্ত প্রধান ৩টি কার্যক্রমে (যেমন ভিজিডি উপকারভোগী ১০ লক্ষ জন হতে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার জনে, মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রমে উপকারভোগী ৬ লক্ষ জন হতে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার জনে এবং ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলে ২ লক্ষ হতে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার জনে উন্নীত করা হয়েছে। |
| ২. | জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ আলোকে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩ বাস্তবায়ন করা | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নারীর ক্ষমতায়নে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। |
| ৩. | নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ | মহিলা ও শিশুকে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল ও ৯টি আঞ্চলিক সেলের মাধ্যমে সেবা দেয়া হয়েছে। ১১২২৭ জন নারীকে ট্রমা সেন্টারের মাধ্যমে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা এবং ১৩৬০৫৪১ জন নারী ও শিশুকে হেল্পলাইন ১০৯ এর মাধ্যমে সেবা দেয়া হয়েছে। |
| ৪. | নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন কর্মদক্ষতা বিকাশ সাধনে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আবাসিক সুবিধা সৃষ্টি | মহিলাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান কা হচ্ছে। উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীর নীলক্ষেত, মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেলের বর্ধিত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। |

**8.২** **মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:** গত ৩ বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় 22 লক্ষ 40 হাজার নারীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ৮ লক্ষ জন কর্মজীবী নারীকে ল্যাকটেটিং ভাতা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ৩১ লাখ ২০ হাজার নারীকে ভিজিডি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১৬৫০ জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেলে 4920 জন মহিলার নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশে সমন্বিত নীতি ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়নের জন্য ৪৮৮৩টি ক্লাব পরিচালনা করা হয়েছে। ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে ৫৯০০টি মামলার প্রেক্ষিতে ২১৪৪৫টি নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার হতে মোট ১১২২৭ জন নারী ও শিশু কে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

**8.৩ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে নারীর জীবনমান:** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীর গৃহকর্মের অবদানের কোন মূল্য নিরূপণ করা হয় না। এখানে সাধারণত যে কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না সাধারণত তাকে কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় না। বাংলাদেশের নারীরা গৃহিনী বা চাকরিজীবী সকলেই সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করে থাকেন। বাচ্চা প্রতিপালন, রান্না, ঘর পরিষ্কার, সবজি বাগান করা, স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করা, সেলাই কর্ম ইত্যাদি। এ সকল গৃহকর্ম জিডিপিতে স্বীকৃতি পেলে সমাজে নারীর অবস্থান হবে অধিকতর সম্মানজনক।

**8.৪ নারীর সাফল্যগাঁথা (Success Story)**

|  |
| --- |
| মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ‘উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রকল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত জীবনযাপনে সাহায্য করেছে এমন একজন নারীর সাফল্য গাঁথা: সফল নারী উদ্যোক্তা (১) নামঃ মুসলিমা আক্তার, পিতাঃ মোবারক হোসেন, মাতাঃ শেফালী বেগম, ঠিকানাঃ আটানী বাজার, পোঃ মুক্তাগাছা, উপজেলাঃ মুক্তাগাছা, জেলাঃ ময়মনসিংহ। প্রতিষ্ঠানের নামঃ ইভানাইস বিউটি পার্লার এন্ড ট্রেনিং সেন্টার। **পূর্বের অবস্থা:** মুসলিমা আক্তারের বেকার ছেলের কাছে বিয়ে হয়েছিল। তিনি অন্যের কাছে বোঝা হয়ে থাকতে চাননি। সব সময় নিজের পরিবর্তন এর কথা ভেবেছেন, স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। **বর্তমান অবস্থা:** মুসলিমা আক্তার মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আইজিএ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর কথা জানতে পেরে মুক্তাগাছা উপজেলায় ৮ম ব্যাচে বিউটিফিকেশন ট্রেডে ভর্তি হোন এবং খুব আগ্রহের সাথে তিন মাস কাজ শিখেন। তিনি প্রশিক্ষণ নিয়ে শ্বশুরের সহযোগিতায় একটি দোকান নিয়ে পার্লার খোলেন। এই পার্লারে বর্তমানে ৪ জন বেতনভুক্ত বিউটিশিয়ান রয়েছে। এখন তার মাসিক আয় প্রায় ৩৫০০০ টাকা। তিনি এ প্রতিষ্ঠানটি দিয়ে নিজে যেমন স্বাবলম্বী হয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে আরও ৪জন নারীকে চাকুরী দিয়ে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছেন। |

**9.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ**

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে অফিসগুলোর নিজস্ব ভবন না থাকায় ভাড়া বাড়িতে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় জনবল সংকট রয়েছে। এছাড়া, কুসংস্কার ও গোড়ামী কোন কোন ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে থাকে। সামগ্রিকভাবে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ধর্মের অপব্যবহার, পুরুষ শাসিত সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব, বাকস্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারে বাধা এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীকে যথাযথ মূল্যায়ন না করার কারণে নারী উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কখনো কখনো বাধাগ্রস্ত হয়।

**১০.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সংগতি রেখে প্রণীত নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা মুক্ত সমাজ গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
* ২২ জুলাই ২০১৪ সালে লন্ডন গার্লস সামিটে প্রদত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫বছরের নিচে সকল শিশুর বাল্যবিবাহ নির্মূল এবং ১৫-১৮বছর বয়সের মধ্যে বাল্য বিবাহের হার এক তৃতীয়াংশে হ্রাস এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণ নির্মূল করা
* মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিশু সুরক্ষায় সামগ্রিক সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং তদারকির জন্য ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্সকে Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা।
* দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের ন্যায় নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য সমন্বিত সেবা প্রদানের Referral System তৈরী ও বাস্তবায়ন করা।
* সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর গড়ে তোলার মাধ্যমে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার সম্প্রসারণ করা।
* ন্যাশনাল রির্সোস পোর্টাল অনভাওসি (নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধমূলক ন্যাশনাল রির্সোস পোর্টাল) তৈরী করা।
* নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল ডাটাবেইজ তৈরী।
* ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এর ডাটাবেইজ তৈরী।